বিষয়বস্তুঃ মনের শান্তি হাসিল করার উপায়ঃ

শাওয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৩ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরী, ৩ রা মে ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪২

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শাওয়াল মাসের ২৩ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যা অবলম্বন করলে আমাদের মনের শান্তি হাসিল হবে।

আল্লাহ তায়ালার মাখলূকের মধ্যে মানুষ জ্বিন এবং ফেরেশতা। এই তিন শ্রেণির মধ্যে ফেরেশতা এমন এক মাখলূক, যারা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ, তাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন হয় না, থাকার জন্য ঘর-বাড়ি লাগে না। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় না। এক কথায়, তারা দুনিয়াবী কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়। পক্ষান্তরে মানুষ এবং জ্বিন,

তাদের দুনিয়ায় বেচে থাকার জন্য খাদ্য-খোরাক, বাস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়।

আর এসব জিনিস আল্লাহ তায়ালা সকলকে সমান দেন নি। কাউকে বেশি দিয়েছেন আর কাউকে কম। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতি কোন যুলুম করেন নি। এসবই তাঁর ইহসান।

এখন আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল, আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমান নিয়ামত দিয়েছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং আমাদের চেয়ে যাদেরকে দুনিয়াবী নিয়ামত বেশি দিয়েছেন, তাদের নিয়ামতের প্রতি লোভ-লালসার চোখে না দেখা। কেননা এর ফলে আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরী হয়।

সূরা ত্বহা’র ১৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ

“আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেবেন না।”

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও। আর যারা তোমাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের তাদের দিকে দেখ না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ মনে না করার এটা উত্তম উপায়।"

সুনানে তিরমিযীর ২৫১৩ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি)থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

এই হাদীসের উপর আমল করলে আমাদের মনে কারো প্রতি কোন হিংসা জন্মাবে না এবং আল্লাহর নিয়ামতের না শুকরী হবে না। আর যখন আমাদের মন হিংসামুক্ত হবে ও শুকুরগুযার হবে, তখন আমাদের মনের শান্তি হাসিল হবে।

যাইহোক, এ হাদীস দ্বারা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়াবী বিষয়ে যারা তোমাদের থেকে উঁচু পর্যায়ের, অর্থাৎ, যাদের অর্থ-সম্পদ ও আয়েশ-আরামের উপকরণ তোমাদের চেয়ে বেশি, অনুরুপ ভাবে যাদের শারীরিক গঠন বা আকার আকৃতি তোমাদের চেয়ে ভাল, তোমরা তাদের প্রতি লোভ-লালসা ও হিংসার চোখে দেখ না।

কারণ, যখন নিজের চেয়ে বেশি সম্পদশালীর দিকে যখন নযর যাবে, তখন দুটি মারাত্বক গোনাই লিপ্ত হবে। (১) আল্লাহ তায়ালা নিজেকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে ও আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে গাফেল থাকবে। আমরা যারা এখানে হাযির আছি, মিশ্চয় বহু মানুষ এমনও আছে, যাদের অর্থ-সম্পদ আমাদের চেয়ে বেশি, দুনিয়াবী আয়েশ-আরামের ব্যবস্থা তাদের কাছে কামাদের চেয়ে বেশি আছে। আমাদের চেয়ে তাদের বাস্থান গাড়ি-বাড়ি উন্নত মানের। সুতরাং সে দিকে নযর দিলে স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরী হবে।

(২) অন্যের প্রতি হিংসা হবে, আর হিংসার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। তাছাড়া হিংসুক ব্যক্তি কখনও মনের শান্তি পায় না। অন্যের সুখ-শান্তির কারণে সে জ্বলতে থাকে। সুতরাং মনের শান্তি পেতে হলে পরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করলে হবে না।

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) এর একটি ঘটনাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) কে আল্লাহ তায়ালা মহা সম্মান দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে। একবার বাদশা

হারূন রশীদ বাগদাদ শহরে নিজের প্রাসাদে আপন স্ত্রীর সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় শহরের বাইরে থেকে হইচয়ের আওয়াজ শুনতে পান। বাদশাহ তখন এই ভেবে ভীত হন যে, হয়ত কোন শত্রু বাহিনী শহরে হামলা করতে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে লোক পাঠান। লোকটি ফিরে এসে বাদশাকে জানায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) বাগদাদ শহরে আসছেন, তার অভ্যর্থনার জন্যে শহরের বাইরে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) এর হাঁছি আসলে তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছিলেন, তাঁর হাঁছির জবাবে অভ্যর্থনা কারীরা যে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেছিলেন, এটা তার আওয়াজ। একথা শুনে হারূণ রশীদের স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন, আপনি বলেন, অর্ধেক দুনিয়ার উপর আপনার রাজত্ব। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এরাই হল আসল বাদশাহ। এরা মানুষের মনের উপর রাজিত্ব করে। যাদের অভ্যর্থনার জন্য পুলিশ প্রসাশনের দ্বারা লোক আনতে হয় না।

এই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) বলেছেনঃ আমার উপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমি বড় বড় মালদার লোকদের সাথে উঠাবসা করতাম এবং সব সময় তাদের

সাথে থাকতাম। তাদের সাথা খাওয়া-দাওয়া করতাম। কিন্তু সেই সময় আমার অবস্থা এই ছিল যে, মনে হয় আমার চেয়ে চিন্তিত ও পেরেসান কেউ ছিল না। কেননা, আমি যার কাছে যেতাম, দেখতাম তার ঘর আমার ঘরের চেয়ে ভাল।

আমার যানবাহন আমার খুবই পছন্দ ছিল, কিন্তু আমি যার কাছে যেতাম, দেখতাম আমার চেয়ে তার যানবাহন উত্তম। একবার বাজার থেকে উন্নত মানের পোশাক কিনে নিয়ে এসেছি। যখন সেই পশাক পরে কোন বন্ধুর কাছে গিয়েছি, তখন দেখেছি তার পোশাক আমার পোশাকের চেয়ে সুন্দর।

যাইহোক, আমি মালদারদের সাথে উঠা-বসা করে দেখেছি, কারো ঘর আমার ঘরের চেয়ে উত্তম। কারো যানবাহন আমার আমার যানবাহন থেকে উত্তম। অতঃপর আমি গরীব শ্রেণির লোকদের সাথে উঠা-বসা শুরু করলাম। আর এর ফলে আমি আরাম ও শান্তি পেলাম। কারণ, এবার আমি যার সাথে সাক্ষাত করতে যেতাম, দেখতাম আমার ঘর তার থেকে সুন্দর। আমার যানবাহন তার যানবাহন থেকে উত্তম। আমার পোশাক তার পোশাকের চেয়ে উন্নত মানের। আমি এসব দেখে এই বলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতাম যে, ইয়া আল্লাহ ! তুমি আমাকে এদের থেকে কতই না ভাল রেখেছো।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা দরকার। আর এটাকে আরাবীতে বলা হয় 'কনাআত'। যাকে আল্লাহ তায়ালা কনাআত বা সন্তুষ্ট থাকার নিয়ামত দান করেছেন, যে বড়ই ভাগ্যবান। এমন লোকেরা আয়-উপার্জনের চেষ্টা করার পর কম বেশি যা উপার্জন হয়। তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যার মধ্যে এই সন্তুষ্ট থাকার গুণ নেই, সে পেরেশান থাকে। সারা জীবন দুনিয়া সংগ্রহের জন্য পেরেশান থাকে, মনের শান্তি হাসিল হয় না।

শান্তি আল্লাহ তায়ালার দান। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদের নাম শান্তি নয়। বরং শান্তি হল মনের একটি অবস্থার নাম। তাইতো অনেক মালদার ব্যক্তি, যারা মন মাতানো প্রাসাদের মালিক, যাদের দামি খাট-পালঙ্ক আছে, এ সি ঘর আছে, খাদ্য-খোরাক, টাকা পয়সার কোন অভাব নেই, তাদের মুখ থেকে শোনা যায়, সব আছে, কিন্তু মনে শান্তি নেই, রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুমের জন্য বড়ি খেতে হয়। তাদের এ সি কামরা, খাট-পালঙ্ক, টাকা পয়সা তাদের চিন্তা-টেনশন দূর করতে অক্ষম।

পক্ষান্তরে বহু মানুষ এমন রয়েছে, যাদের না আছে উন্নত মানের ঘর, আর না আছে খাট-পালঙ্ক। মামুলি খাদ্য খেয়ে মনভরে রাত্রে আরামের সাথে নিদ্রা যায়।

এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ

সহীহ মুসলিমের ২৯৬৩ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

"তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ ও আকার আকৃতির দিক থেকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করলে, সে যেন নিজের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। "

ইতিপূর্বে আমরা যে হাদীসটি বয়ান করেছি, তাতে বলা হয়েছে নিজের চেয়ে উচ্চস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিও না। কিন্তু একথা সত্য যে, মানুষ যখন এ দুনিয়ায় থাকছে, তখন এমন তো হতে পারে না যে, নিজের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকদের প্রতি কখনও দৃষ্টি যাবে না। বরং তাদের সাথে উঠা বসার প্রয়োজনও হবে। তাই এ হাদীসে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যখন এমন লোকের প্রতি দৃষ্টি যাবে, যার মাল-দৌলত বেশি, অথবা শারীরিক দিক থেকে তোমাদের চেয়ে ভাল, দেখতে সুন্দর, শক্তিশালী, মাল-দৌলত অনেক বেশি। সেই সময় তোমরা সেসব লোকদের প্রতি

লক্ষ্য কর, যারা সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদে তোমাদের চেয়ে নিম্ন স্তরের। চেহারা, শারীরিক গঠন বা আকার আকৃতি তোমাদের থেকে সুন্দর নয়। এর উপকার এই হবে যে, ধনী লোকদের দিকে দৃষ্টি যাওয়ার কারণে, মনের মধ্যে যে এক প্রকার চিন্তা বা আফসোস ও হিংসা সৃষ্টি হয়েছিল, তার দূর হয়ে যাবে।

দ্বীনের ব্যাপারে উচ্চস্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

সুনানে তিরমিযীর ২৫১২ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا

“দুটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শুকরিয়া আদায়কারী এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিখে রাখবেন। আর যার মধ্যে এই দুটি গুণ থাকবে না, তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও সবরকারী বলে লেখা হবে না। (১) যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উচ্চ স্তরের লোকের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তার

অনুসরণ করে এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের চেয়ে অনুন্নত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এবং আল্লহ তায়ালা তাকে অন্যের চেয়ে যে প্রাধান্য দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে অনুন্নত লোককে দেখে এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের চেয়ে উন্নত ব্যক্তিকে দেখে এবং যে নিয়ামত তার জোটেনি তার জন্য আফসোস করে, এমন লোককে আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া আদায়কারী ও ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লেখেন না। ”

ভাই সকল! মুহাদ্দিসগণ বলেছেনঃ এ হাদীসটি অনেক নেক কাজের উৎস বা মূল। কারণ, মানুষ যখন দুনিয়াবী বিষয়ে উন্নত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করবে, তখন সে তার মত মাল-দৌলত লাভের চেষ্টা করবে। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করবে। আর অধিক পাওয়ার আশায় দুনিয়াতে এত মগ্ন হবে যে, ইবাদতে শিথিলতা আসবে। আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন পরোয়া করবে না। আর ইবাদত উপাসনার ব্যাপারে এটা ভাববে যে, আমার চেয়ে কত লোক এমন আছে যারা নামায পড়ে না, বিভিন্ন রকম পাপ কাজে লিপ্ত। আমি তো তাদের চেয়ে অনেক

ভালো আছি, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, দুনিয়াবী বিষয়ে যদি নিম্নস্তরের লোকের প্রতি নজর দেয়, তাহলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, আল্লাহ তায়ালা উপর বহু মানুষের তুলনায় অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আর নিজের তুলনায় বেশি ইবাদতকারীকে দেখে নিজের ইবাদতের স্বল্পতার কারণে অনুতপ্ত হবে এবং বেশি বেশি ইবাদতের চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে যেসব নিয়মত দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থেকে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করার ও ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবা